জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ

অভীষ্ঠ ১:বহুত্ব-ভিত্তিক, বৈচিত্রময় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজসমূহ

দায়িত্বপুর্ন ও স্বচ্ছ জ্ঞান-কাঠামো, এবং জেন্ডার, অভিবাসী, প্রতিবন্ধিতা এবং অপরাপর সুরক্ষার অভাবে যারা বাদ পড়েছেন, তাদের জন্যও।

অভীষ্ঠ ২: জন-কেন্দ্রিক জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজসমূহ

সবার জন্য শিক্ষা, বাক-স্বাধীনতা, তথ্য ও জ্ঞানে বৈশ্বিক অভিগম্যতার ভিত্তিতে ব্যক্তির আত্ম-নির্ধারণ এবং সাংস্কৃতিক ও ভাষা-ভিত্তিক বৈচিত্রময়তার প্রতি শ্রদ্ধা।

অভীষ্ঠ ৩: স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামোর শক্তিশালীকরণ

স্থানীয় বাস্তবতা ও স্থানীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে সহযোগিতা এবং পরিস্থিতি-কেন্দ্রিক যোগাযোগ।

অভীষ্ঠ ৪: জ্ঞানের অংশীদারিত্ব

সৃষ্টিশীল ও সমৃদ্ধ সমাধানের পরিচালনায় সেক্টর এবং বিভিন্ন পেশার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সকল অংশীজনের জ্ঞান-ভিত্তিক অংশীদারিত্ব

অভীষ্ঠ ৫: জ্ঞান-ভিত্তিক নগরসমূহ এবং শহর-গ্রামের সংযুক্তি

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলকভাবে গঠিত জ্ঞান-ভিত্তিক শহরগুলো তাদের জ্ঞান-সম্পর্কিত কার্যক্রমকে এমনভাবে স্বীকৃতি দেবে এবং গ্রহণ করবে যেন গ্রামীণ এলাকাগুলো জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অংশে পরিনত হয়।

অভীষ্ঠ ৬: উন্নয়ন সংস্থাসমূহে উন্নত জ্ঞান-ভিত্তিক কৌশল

উন্নত জ্ঞান-ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহের পাশাপাশি জ্ঞান-কাঠামোতে এবং স্থানীয় জ্ঞানের শক্তিশালীকরণে উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ভূমিকার স্বীকৃতি।

অভীষ্ঠ ৭: জ্ঞানের আহরণ, সংরক্ষণ এবং গণতন্ত্রায়ন

ডিজিটাল ঐতিহ্য, পাঠাগার, জাদুঘর এবং আর্কাইভসহ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা। সুলভ অভিগম্যতা এবং জ্ঞানের ব্যবহারে সুযোগের সমতা।

অভীষ্ঠ ৮: সুষম এবং গতিশীল জ্ঞানের বাজারসমূহ

ব্যক্তিগত জ্ঞান-ভিত্তিক সেবার প্রসারে সুষম বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে স্থানীয় জ্ঞান-ভিত্তিক বাজারে ব্যক্তিখাতের সক্রিয় ও প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন।

অভীষ্ট ৯: নিরাপত্তা ও টেকসই

উদীয়মান জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজসমূহ কর্তৃক অনিশ্চয়তা এবং নেতিবাচক প্রভাবের প্রশমন।

অভীষ্ট ১০: আইনি জ্ঞান

আইনি কাঠামো-ভিত্তিক সর্বব্যাপী জ্ঞান জনগনের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করবে; নাগরিকগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তা প্রয়োগে সক্ষম হবে।

অভিষ্ট ১১: উন্নত জ্ঞান-ভিত্তিক যোগ্যতা এবং জ্ঞান-ভিত্তিক কর্ম

ব্যক্তির সকল ধরনের জ্ঞান-ভিত্তিক কাজে এবং সংগঠনসমূহের জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর যোগ্যতার ব্যবহার হবে। জ্ঞান-ভিত্তিক সেবার পেশাজীবীরা উচ্চ যোগ্যতা-সম্পন্ন হবে এবং জ্ঞান-ভিত্তিক কর্মীদের সুরক্ষা প্রদান করবে।

অভিষ্ট ১২: উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয় ভুমিকা পালন করবে।

বিশ্বের প্রকৃত সমস্যার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষার অপরাপর প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মডেল ব্যবহার করবে।

অভীষ্ট ১৩: সবার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি

জ্ঞানের সম্প্রসারণে বিকল্প বা প্রচলিত পদ্ধতির বিঘ্ন না ঘটিয়েই জ্ঞানের আহরণে এবং যোগাযোগ ও সংলাপে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে।

অভিষ্ট ১৪: জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ-সমূহের মূলে শিল্প- সংস্কৃতি

জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের মূল উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, শিল্প ও চিত্র-কলা এবং ধর্ম ও আধ্যাত্বিকতা।

প্রথম খণ্ড

জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়নের কার্যসূচী

ভূমিকা:

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিশ্বসম্প্রদায়ের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) নামে এক রূপান্তরকামী এজেন্ডা অনুসমর্থন করে (ইউএন, ২০১৫)। 'সুষম ও সমন্বিত পদ্ধতিতে' তিনটি মাত্রার: অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত' টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ অর্জনে জাতিসংঘ এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ হয় (ইউএন, ২০১৫)। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই, পৃথিবীর সংরক্ষণ এবং 'টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' অন্তর্ভুক্ত (ইউএন,২০১৫,৬)।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা ২০৩০ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয় যা সামনের দিনগুলিতে উন্নয়ন নীতি ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। এই প্রথমবারের মত উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের বৈশ্বিক প্রচেষ্টা সমন্বিতভাবে সম্পাদিত হবে। বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে দীর্ঘদিনের খন্ডিত প্রয়াসের বিপরীতে এটি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ অর্জনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে এমন জ্ঞান-ভিত্তিক বিবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী এমনভাবে প্রণিত হয়েছে যা একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রদানের মাধ্যমে এসডিজিকে সরাসরি সহায়তা প্রদান করবে। জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী, জ্ঞানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানের একটি দূরদৃষ্টির রূপরেখা তুলে ধরে, যেখানে জ্ঞানের রূপান্তরমূলক শক্তিকে ব্যবহার করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বহুত্ববধর্মী জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের উন্নয়ন সাধন করা যায়। আমরা মনে করি ব্যক্তি, কমিউনিটি, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সবার জন্যই জ্ঞান একটি অপরিহার্য বিষয় এবং এ কারণেই তা টেকসই উন্নয়নের এক সহজাত অংশ।

নলেজ ম্যানেজমেন্ট অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে ও পরিচালিত এবং সুশীল সমাজ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এক কোয়ালিশন এই জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী প্রণয়ন করেছে, যেখানে এসডিজি'র উচ্চাভিলাষী অভিষ্টসমুহ বাস্তবয়নে জ্ঞান কিভাবে অবদান রাখতে পারে তারই একটি সর্বসম্মত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান লেখাটি চলমান কাজের অংশ। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সমাজের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০ জন ব্যক্তির লিখিত বিবৃতির আলোকে এই নিবন্ধটি প্রণিত হয়েছে। বর্তমান প্রকাশনায় এই ধরনের বিবৃতির সংখ্যা ৭৩-এ উপনীত হয়েছে। এই বিবৃতিসমূহ জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয় এবং বিবেচনাবোধের বৈচিত্রময়তাকে পরিস্ফুট করেছে।

ঘোষণা

আমরা স্বীকৃতি দেই যে জ্ঞান এবং তার ব্যবহার যে কোন উন্নয়ন ও প্রগতির অনুঘটক। টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার একটি অপরিহার্য উপাদান হল জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী। আমাদের বিবেচনায় জাতিসংঘের এসডিজিসমূহ প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। আর জ্ঞান হল এক মানবীয় কর্মকান্ড, কোন বস্তুগত সম্পদ নয়, যা নিজের ভবিষ্যত তৈরী করে। শান্তি, দারিদ্র হ্রাস, সুস্বাস্থ্য আর পরিষ্কার পানি- সব কিছুই জ্ঞানের পদ্ধতিগত এবং সমন্বিত প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। একটি জটিল জ্ঞান-কাঠামো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যেমন: জ্ঞানের অভিগম্যতা, শিক্ষণ, আদান-প্রদান, যৌথ-সৃজন, উদ্ভাবন, প্রয়োগ, ব্যবহার, চিন্তন, পুনর্নবীকরণ এবং জ্ঞানের সংরক্ষণ ও অব্যাহতকরণ। জ্ঞান-ভিত্তিক সংস্কৃতি, দৃষ্টিকোণ এবং অভিলাষের বৈচিত্রময়তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী একটি বৈশ্বিক জ্ঞান কাঠামো গড়ে তুলতে চায় যেখানে নির্দেশনামূলক নীতিমালা, জ্ঞানের জন্য সংলাপের প্রতিপালন ও সর্বোপরি বৈশ্বিক জ্ঞান-কাঠামোর শক্তিশালীকরনের মাধ্যমে সফলভাবে এসডিজি অর্জনে অবদান রাখতে পারে।

আমাদের যুক্তি হল, জ্ঞান একইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয়, আধ্যাত্বিক এবং অত্যাবশকীয় উপাদান। জ্ঞানের যে কোন ধরনের বহিঃপ্রকাশ-শৈল্পিক এবং ধর্মীয়, জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ অনুধাবনে অবদান রাখবে, যা জনগণকে আর বেশি সক্রিয় ও সুখী মানব হতে সমর্থন যোগাবে। মানবাধিকারের ভিত্তিতে একটি উন্নত জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গঠনে জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী তার প্রয়াস চালিয়ে যাছে,

যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষের সকল ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় এবং অত্যাবশকীয় গুনাবলী ও চাহিদাসমূহ, স্বাধীনতার স্বীকৃতির সাথে দায়িত্বশীলতা, এসডিজি অর্জনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখা, নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তোলা এবং বৈশ্বিক জ্ঞানের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান। জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচী ব্যক্তিবর্গ, পরিবারসমূহ, কমিউনিটি, সংস্থাসমূহ, এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে কাজ করবে। জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অগ্রগতিতে উল্লেখিত সকল সকল সংস্থার অবদানের প্রয়োজন রয়েছে। এসডিজির মতোই আমাদের এই ভিশন সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ

অভীষ্ঠ ১:বহুত্ব-ভিত্তিক, বৈচিত্রময় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজসমূহ

১.১ আমাদের জ্ঞান-কাঠামোকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সম্মত, দায়িত্বপুর্ন, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ। এটি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের চরিত্র নির্ধারণ করবে, কেননা, জ্ঞানের সম-অভিগম্যতা ব্যতিরেকে কোন সমাজের পক্ষে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা যায় না।

১.২ আমরা জ্ঞান-কাঠামো পদ্ধতির পক্ষে কারণ তা জনগণ, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহকে তাদের বৈচিত্রপুর্ন জ্ঞানের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে থাকে।

১.৩ আমরা ডিজিটাল এবং জ্ঞান-বিভাজনসহ বিশেষত: বালিকা এবং নারীদের, সংখ্যালঘুদের, প্রতিবন্ধীদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে, সকল ধরনের বিভক্তির নিরসনের উপর গুরুত্বারোপ করি।

১.৪ চলমান বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃতি এখনো, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও, সহযোগী হিসেবে কাজ করে থাকে। অভিবাসন এই প্রক্রিয়ার একটি সহজাত অংশ এবং অভিবাসীদের জ্ঞান বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সাধারনভাবে অভিবাসনের সুবিধা এবং অসুবিধার ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে অভিবাসীদের ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রশ্নটি একটি প্রাথমিক বিষয়। এর বাইরে, অভিবাসীর জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অভিবাসীর স্বীয় দেশকে এবং অভিবাসীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত দেশকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পদ হিসেবেই বিবেচনায় নিতে হবে।

অভীষ্ঠ ২: জন-কেন্দ্রিক জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজসমূহ

২.১ বৈশ্বিক জ্ঞানের কার্যসূচীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্ব-নাগরিকের ব্যক্তিগত জ্ঞানকে সবধরনের বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিতে হবে। ব্যক্তির জীবন এবং ভবিষ্যত নির্ধারণে, নিজের স্বাস্থের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে, নাগরিক এবং মানবাধিকার অর্জনে, নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে, সুন্দর কর্মপরিবেশ প্রদানে, ন্যায়সঙ্গত আয় তৈরিতে, অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় বা নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে, দায়িত্বশীলতার সাথে ভোগ করতে, পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এবং সর্বোপরি, সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিপূর্ণভাবে অবদান রাখতে জ্ঞান একটি উৎস্য হিসেবে বিবেচিত।

২.২ সকলের জন্য উচ্চমানের শিক্ষা, বাক-স্বাধীনতা, সঠিক সময়ে তথ্যে এবং যথাযথভাবে জ্ঞানের সর্বজনীন অভিগম্যতা, এবং সংস্কৃতি ও ভাষাগত বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা অপরিহার্য বিষয়।

২.৩ বৃহত্তর জনগোষ্ঠির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার উদ্দেশে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির প্রমানের ব্যাপারে অজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আমরা একটি জোট গড়ে তুলি।

অভীষ্ঠ ৩: স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামো

৩.১ এক শক্তিশালী স্থানীয় জ্ঞানের পরিচিতি, সংস্কৃতি, নীতি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারিত্ব এবং প্রক্রিয়াসমূহ বিশ্বের সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়নের জন্য নিজেদের নিজস্ব ভবিষ্যত স্থির ও সৃষ্টিতে দেশগুলোকে সহায়তা করবে। এর ফলে দেশগুলো অধিকতর উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে খন্ডিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতার হাত থেকে রেহাই পাবে।স্থানীয়-নগর-আঞ্চলিক জ্ঞানের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে স্থানীয় নাগরিক ও অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি এবং স্থানীয় জ্ঞান-প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় নিতে হবে। স্থানীয় তথ্যকে জনগনের জন্য অবাধ করে দেয়া হলে তা নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করে গণতান্ত্রিক সংলাপকে শক্তিশালী করবে। সুস্থ জ্ঞান-কাঠামো সকল নাগরিকের জ্ঞানের মাধ্যমে গড়ে উঠে।

৩.২. সুস্থ জ্ঞান-কাঠামো যোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং সম-দৃষ্টি এবং সবার জন্য সমান লক্ষ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। এই প্রক্রিয়াটি, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, সরকার ও

নাগরিকদের সিস্টেম-নির্ভর লক্ষের পরিবর্তে, যোগ্যতা-ভিত্তিক হওয়ায় তা সমাজকে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারের সক্ষমতা যোগায়। এই জ্ঞান-কাঠামো বহু-বিষয়ভিত্তিক সংলাপ, তথ্য ও জ্ঞানের পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহনমুখী সমাজের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

৩.৩ এই সত্যের অধিকতর স্বীকৃতির প্রয়োজন যে, স্থানীয় বাস্তবতা এবং বিদ্যমান স্থানীয় জ্ঞানের আলোকেই জ্ঞানের উন্নয়ন সাধনের প্রয়াস নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং স্থানীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতৃত্বের বা জ্ঞান-ভিত্তিক অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া সাফল্যের আশাব্যঞ্জক সূত্র হবে।

৩.৪. ব্যক্তি, কমিউনিটি, বিশেষজ্ঞ এবং সামগ্রিক জ্ঞান এবং এসব ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকাকে বিবেচনায় নিয়ে একটি বহুমুখী জ্ঞানের পথ বেছে নেয়া উচিত।

৩.৫ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির এবং তাদের স্বতন্ত্র ভাষার-ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হবে ও সমর্থন যোগাতে হবে।

অভীষ্ঠ ৪: জ্ঞানের অংশীদারিত্ব

বিভিন্ন জ্ঞানের সমাহার থেকে কোন বিষয়ে কার্যকর সুফল পেতে ও পৃথিবীর সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চাইলে বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞানের অংশীদারিত্ব অপরিহার্য। এজন্য সম্মত নীতিমালা ও ভিশনের আলোকে বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞানের অংশীদারিত্বের মধ্যে কার্যকর সংযোগের প্রয়োজন। জ্ঞানের অংশীদারিত্বের মধ্যে জ্ঞানের সকল ধরনের প্রক্রিয়া যেমন: জ্ঞানের আদান-প্রদান,সহকর্মীদের সাথে শিক্ষণ, যৌথ-সৃজন ও উদ্ভাবন, ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং আরো অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

৪.১ বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞানের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, অন্যান্যদের কাজের অনুরূপ কাজ না করে জ্ঞানের বিবিধ উদ্যোগ যেমন: ওয়েব পোর্টাল ও নেটওয়ার্ক যা কিনা নিজ নিজ গুনেই ভিন্নধর্মী, সেগুলো যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়।

৪.৩ বৈশ্বিক জ্ঞানের সম্পদ ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈধতা এবং স্থানীয়করনের ক্ষেত্রে শহর ও কমিউনিটি জ্ঞানের মত নগর ও আঞ্চলিক জ্ঞানের অংশীদারিত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ন। একটি

শক্তিশালী, উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ স্থানীয় জ্ঞানের পার্টনারশীপ, জ্ঞানের বিনিময়কে বাস্তববাদী, ব্যবহারিক, এবং স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামোয় (প্রতিষ্ঠান, বাজার এবং সংস্কৃতি) প্রোথিত হতে সহায়তা করবে।

৪.৪ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ব্যক্তি-খাতের এবং সরকারী জ্ঞান-সেবা প্রদানকারীদের সহযোগিতা সমৃদ্ধ দিগন্তের সম্ভাবনা তৈরী করে।সরকারের সমর্থন আর সাংগঠনিক দৃঢ়তার মাধ্যমে জ্ঞান ও বাজারের নতুন সম্ভাবনা হতে পারে।বিভিন্ন প্লাটফর্ম বিদেশে ভৌত ও ডিজিটাল জ্ঞানের সেবা প্রদানে, বিশেষত: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংগঠনসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

অভীষ্ঠ ৫: জ্ঞান-ভিত্তিক নগরসমূহ এবং শহর-গ্রামের সংযুক্তি

৫.১ বিস্তৃত জ্ঞান-কাঠামোর স্বাভাবিক ক্ষেত্র হিসেবে নগরগুলো জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে। একটি ভারসাম্যপুর্ন জ্ঞান ও উদ্ভাবন- যা সফল জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের কেন্দ্রবিন্দু, তা থেকে থেকে জ্ঞান-ভিত্তিক নগরগুলো তাদের মান তৈরী করে থাকে।

৫.২ জ্ঞান-ভিত্তিক নগরগুলোর এই অগ্রনি অবস্থানের কারণে সমাজের সকল ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় গ্রামীণ এলাকার সাথে জ্ঞান আদান-প্রদানে তাদের উপর এক দায়িত্ব তৈরী হয়।

অভীষ্ঠ ৬: উন্নয়ন সংস্থাসমূহে জ্ঞান-ভিত্তিক কৌশল

৬.১ জ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়ের উপর উচ্চ সচেতনতা ও স্পর্শকাতরতা এবং উন্নয়নের জন্য জ্ঞান-ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা, উন্নয়ন সংস্থা- বহু-পাক্ষিক থেকে স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা উন্নয়ন সংস্থা- সবার জন্যই জরুরিভাবে প্রয়োজন। উন্নয়ন কাজের যোগ্যতর বাস্তবায়নে জাতিসংঘের অভ্যন্তরে এবং উন্নয়ন সহযোগিতার সকল পর্যায়ের অংশীদারদের জ্ঞান-ভিত্তিক কাজ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এনং জ্ঞান-বিষয়ক রাজনীতির সক্ষমতার শক্তিশালীকরণ একটি পূর্বশর্ত।

৬.২ উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের আর্থিক ক্ষমতা এবং জ্ঞানের আধিক্য তাদের নিজেদের জন্যই অসুবিধার কারণ হতে পারে। সকল উন্নয়ন পেশাজীবীকে এবং সংস্থাসমূহকে তাদের কাজের ধরণ, সাফল্য, এবং উন্নয়নের উপর

তাদের প্রভাব, বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে জ্ঞানের বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে, বিশদ চিন্তা করতে হবে।

৬.৩ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতার লক্ষ্যেই প্রভূত আর্থিক সম্পদের সংস্থান করা হয়, তবে এর ফলে দেশগুলোর আত্মনির্ভরতা, জ্ঞান-কাঠামোর এবং সমাজের পারস্পরিক সংযোগের বিষয়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাপক আর্থিক সংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞানের ব্যবহার এবং জ্ঞান-ভিত্তিক কাঠামো ও বাজারের উপর তার প্রভাবকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৬.৪ একে অন্যের অনুরুপ কাজ না করে উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে জ্ঞান-কাঠামোর পরিপূরক ভূমিকা নির্ধারণ করে পরস্পরের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে।উদাহরণস্বরুপ: কোন একটি সুনির্দিস্ট বিষয়ে অনেকগুলো পোর্টাল ও প্লাটফর্ম একটি কাঠামোর আওতায় এনে পরস্পর কাজ করতে হবে।

৬.৫ স্থানীয় জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, স্থানীয় জ্ঞান-কাঠামোর শক্তিশালীকরণে, এবং স্থানীয় জ্ঞান-সেবার বৈচিত্রে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে সময়মত এবং পর্যাপ্তভাবে সাড়া দিতে হবে।

৬.৬ কমিউনিটি অফ প্রাকটিস (সিওপি), উন্নয়নের জন্য জ্ঞান-ব্যবস্থাপনা মতোই এক বিশেষ ধরনের পার্টনারশীপ যেখানে পেশাজীবিরা উন্নত অনুশীলন গড়ে তুলতে একত্রে কাজ করেন। বৈশ্বিক মিথস্ক্রিয়ায় এই সিওপিগুলো দুরবর্তিভাবে অবস্থান করলেও সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানি ব্যক্তিদের জড়ো করে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে পারে।

অভীষ্ঠ ৭: জ্ঞানের আহরণ, সংরক্ষণ এবং গণতন্ত্রায়ন

৭.১ জ্ঞানের আহরণ, সংরক্ষণ ও তা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে পৌছে দিতে লাইব্রেরি, জাদুঘর, আর্কাইভ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অগ্রগতিতে অপরিহার্য। সহজেই জ্ঞানের এই অভিগম্যতায় ও তার ব্যবহারে সকলের জন্য সমান সুযোগের বিধান জ্ঞানের গণতন্ত্রয়ানে একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান।

৭.২ ডিজিটাল মিডিয়ার দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং বইয়ের ডিজিটাইজেশন এই সময়ের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের অন্যতম।

৭.৩ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের নিরাপত্তা ও রক্ষনাবেক্ষনের বিষয়গুলো বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ব্যক্তি-খাতের প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল যারা এক্ষেত্রে কৌশল বিশেষ ব্যবহার করে। জ্ঞানের আহরণ বিশেষ পেশাজিবি বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, যারা প্রয়োজনুযায়ী তাদের সাথে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করতে পারে।

অভীষ্ঠ ৮: সুষম এবং গতিশীল জ্ঞানের বাজারসমূহ

৮.১ উন্নত জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজগুলো ব্যক্তিখাতের জ্ঞান-সেবার মাধ্যমে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করে থাকে। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জ্ঞানকে সম্পদে (যেমন: কনসাল্টিং, প্রশিক্ষণ, অধ্যাপনা, গবেষণা, উন্ভাবন, উন্নয়ন, যোগাযোগ, প্রকৌশল এবং এজাতীয় আরো অনেক কিছু রূপান্তর করতে চায়, যা দ্রুত বর্ধনশীল জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতির একটি অংশ । একটি সুষম ও গতিশীল জ্ঞানের বাজার জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজনীয়। যে কোন ধরনের উন্নয়ন সহযোগিতার নামে বাইরে থেকে উড়ে এসে জ্ঞান-সেবা দিয়ে আবার উধাও হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অবশ্যই স্থানীয় জ্ঞানের বাজার ও জ্ঞানের শিল্পোদ্যোক্তার শক্তিশালী করা উচিত।

৮.২ সরকারী অর্থায়নে কোন উপাত্ত ও তথ্য তৈরী হলে তা জনগনের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। জ্ঞানকে একটি বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তার প্রসারে কাজ করা উচিত।

৮.৩ আয়ের এবং সম্পদ-সৃষ্টির উৎস্য হিসেবে ব্যক্তির জ্ঞান-সেবাকে নিরাপত্তা প্রদান করা এবং তার প্রসার করা উচিত। উন্নয়নশীল বিশ্বে জ্ঞান সেবার সরবরাহে উচ্চমানের প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞান-সেবা প্রদানকারীর শক্তিশালীকরনে সুস্পস্ট পক্ষপাত থাকতে হবে।

৯.১ নিরাপত্তা এবং টেকসই

যে কোন নতুন জ্ঞান জীবন-জীবিকা উন্নত করতে পারে, তবে এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা প্রচুর, বিশেষত যদি এর সাথে নতুন প্রযুক্তি যুক্ত থাকে, যার মধ্য বা দীর্ঘ-মেয়াদি প্রভাব আগে থেকেই অনুমান করা যায় না। ব্যক্তির, সমাজের এবং পরিবেশের উপর অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক প্রভাবের প্রশমনের বিষয়কে বৈশ্বিক এবং স্থানীয় জ্ঞানের নীতিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।এমন আইনি কাঠামো হতে হবে যা নতুন

জ্ঞানের অপব্যবহার থেকে নাগরিক এবং সমাজকে বাচাঁতে পারবে এবং মানব জাতির উন্নয়নে নতুন জ্ঞানের দায়িত্বপুর্ন ব্যবহারের প্রসার ঘটাবে।

৯.২ জ্ঞানের দায়িত্বপুর্ন ব্যবহারে, বিশেষত নিরাপত্তামূলক ও স্পর্শকাতর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, সক্ষমতার ধারাবাহিক উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজন হবে।সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটে জ্ঞানের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষনে যথাযথ মান বজায় রাখতে হবে যেন তা সমাজের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে।

অভিষ্ট ১০:আইনি জ্ঞান

১০. সভ্যতার এবং কমিউনিটি জীবনের অন্যতম ভিত্তি হল আইন। একটি ভালো আইন করার পূর্বে মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণে এবং অর্থ-সামজিক অবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আইনি জ্ঞানের বাইরেও আরো বহুমুখী জ্ঞানের প্রয়োজন হবে।

১০.২ বাস্তবজীবনে প্রয়োগের উপরেই একটি আইনের ভালো মন্দ নির্ভর করে। এটি অনুমিত যে ব্যক্তির অথবা সম্মিলিত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সেই অধিকারগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই আইনের প্রয়োগ করা হবে। আইনি জ্ঞানের অর্থ হল জনগনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েই সেই আইনের ব্যবহার করা। আইনি জ্ঞান শুধুমাত্র আদালতের প্রাঙ্গনে বা আইনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই যেন সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে, সে জন্য আমাদের অনেক কিছু করতে হবে, যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের উন্নয়নের মাধ্যমে বা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন যোগান। অন্যদিকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকেও উদ্ভুত জ্ঞান আইন প্রণয়ন বা আইনি চিন্তায় অবদান রাখতে পারে। আইন ব্যতীত কোন উন্নয়ন নয় আবার জ্ঞান ব্যতীত কোন আইন যেন না হয়।

অভীষ্ট ১১: উন্নত জ্ঞানের যোগ্যতা এবং জ্ঞানভিত্তিক-কর্ম

১১.১ সকল জ্ঞানভিত্তিক -সমাজের ভবিষ্যত শুধুমাত্র জ্ঞানের প্রাপ্যতার (বিশেষত: বাইরে থেকে আসা) উপরেই নয় বরং নিজস্ব জ্ঞান-কাঠামোর আত্ম-নির্ভরতা, ব্যবস্থাপনা, পুনর্নবায়ন ও টিকিয়ে রাখতে সমাজের যোগ্যতার উপরও নির্ভর করবে।সুতরাং, এক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা,কমিউনিটি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য জ্ঞান-কর্ম, জ্ঞান-ব্যবস্থাপনা এবং জ্ঞান-রাজনীতি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত

হবে।সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচিতে এই বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া হলে তা জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজকেই সমর্থন যোগাবে।

১১.২ জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অগ্রগতিতে যে কোন ব্যক্তি অবদান রাখতে পারেন। তিনি রাজনীতবিদ, উদ্যোক্তা, চাকুরিজীবি বা যে কোন নাগরিকই হন না কেন, প্রত্যেকেরই তার শিক্ষণ, চিন্তন,সমীক্ষা, আদান-প্রদান, সংযোগ স্থাপন, সৃজন,উদ্ভাবন, প্রয়োগ, সংরক্ষনের, এবং ভাষা দক্ষতা এবং আন্ত:সাংস্কৃতিক যোগ্যতার মত দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে তার জ্ঞানের পরিচর্চার সুযোগ থাকতে হবে।

১১.৩ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা এড়িয়ে, নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে, যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য জ্ঞানের আদান=প্রদান করে আমরা শুধু একটি নতুন পৃথিবীই সৃষ্টি করব না, আমরা মানুষ হিসেবেও সমৃদ্ধ হব। এই দায়িত্বটি আমরা সরকার, বিশেষজ্ঞ বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার উপর অর্পণ করতে পারি না। প্রক্ষেপনে দূরতা এবং বাস্তবায়নে ধৈর্যশীল হয়ে অনেক ব্যক্তির অনেকগুলো ছোট এবং দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যসূচীর সাফল্য অর্জিত হবে।

১১.৪ এক্ষেত্রে জ্ঞান-সেবার পেশাজীবিদের দক্ষতার উপর সবিশেষ নজর দিতে হবে। নিজস্ব পেশাগত জ্ঞানের বাইরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উচ্চমানের নৈতিকতার গঠনের মাধ্যমে সমাজে সতিকারের অবদান রাখার যোগ্যতার পরিচয় রাখতে হবে।

১১.৫ অর্থনৈতিক মূল্য তৈরির প্রক্রিয়ায় জ্ঞান-ভিত্তিক কর্ম ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য বিস্তার করছে। প্রশিক্ষণ, শিক্ষকতা, গবেষণা, অনুসন্ধান, উদ্ভাবন, পরামর্শ, উপদেশ, যোগাযোগ, প্রকৌশল, আহরণ, সংরক্ষনের মত জ্ঞান-কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের বিশেষ জ্ঞান-ভিত্তিক কর্ম অব্যাহত রাখতে পারে। এর মধ্যে সময়, অর্থ, পরিসরসহ অপরাপর সম্পদ অন্তর্ভুক্ত, যেন তারা দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের জ্ঞানের উন্নয়ন ও অনুশীলন অব্যাহত রাখতে পারেন।

১১.৬ যে সংগঠন তার কর্মীদের এবং বাইরের সহযোগীদের জ্ঞান সম্ভাবনার উন্নয়ন ঘটাবে, তারাই বেশি সফল হবে। যে কোম্পানি বা সমাজ বৈচিত্রময় শিক্ষা এবং নমনীয় ক্যারিয়ার মডেল গড়ার মত ব্যক্তিকে উচ্চমানের সম্ভাবনার সুযোগ তৈরী করে দেবে, তারা অন্যদের তুলনায় আরো উন্নতমানের হবে।

১১.৭. জ্ঞান-ভিত্তিক কর্মের প্রচলিত পদ্ধতিতে জ্ঞান-কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মানের প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার বা কাজের জটিলতার বৃদ্ধির কারণে সৃস্ট রোগের মত নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষা দিতে হবে।

অভিষ্ট ১২: উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

১২.১ জ্ঞান-ভিত্তিক কাঠামোয় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।আমাদের পৃথিবীকে আরো গভীরভাবে অনুধাবনে এবং মানবজাতির বিরাজমান সমস্যার বিকল্প সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শক্তিশালী ভুমিকা পালন উচিত।

১২.২ এটি জরুরি যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃজিত, সংগৃহিত এবং উদ্ধারকৃত জ্ঞানকে ক্ষমতা এবং সম্পদের ব্যবধান বৃদ্ধিতে নয় বরং বিশ্বের সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধির একটি আশাব্যঞ্জক পদ্ধতি হল, বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহনমূলক গবেষণা পরিচালনা করা, যা বিশ্বের অবিরাম সমসার সমাধানে সকল স্টেকহোল্ডারদের সমবেত করে বিজ্ঞান ও সামাজিক সীমানার গন্ডি অতিক্রম করে বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান-উৎপাদনের প্রক্রিয়াসমুহকে একত্রিত করবে।

১২.৩ বিদ্যমান সমস্যার মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক ও জোটকে শক্তিশালী করতে হবে। সহযোগী হিসেবে নতুন জ্ঞানের উন্মেষে আদান-প্রদান, অভিযোজন ও শিক্ষণে আগ্রহী হওয়া একট পূর্বশর্ত।

১২.৪ উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাবিদদের বাইরে না রেখে তাদের সমর্থন যোগায় এমন বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান সৃষ্টির নতুন মডেল তৈরী করা উচিত।

অভিষ্ট ১৩: সবার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি

১৩.১ ভবিষ্যতের জ্ঞান-সমাজে তথ্য-প্রযুক্তি এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে। ইন্টারনেটের বৈশ্বিক জ্ঞানের সৃজনে, আদান-প্রদানে এবং অভিগম্যতার সক্ষমতায়, যোগাযোগ ও সংলাপের পরিচালনায়, তথ্য-প্রযুক্তি সহায়তা করার ফলে তা বৈচিত্রপুর্ন উন্মুক্ত জ্ঞানের সহজলভ্যতায় এবং বিশ্বকে পরস্পরের কাছে আনায় অবদান রাখবে।

দারিদ্রতা বা স্বাক্ষরতার অভাবে ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্নতা জ্ঞানের উন্নয়নে একটি প্রধান অন্তরায়।

১৩.২ নেট নিরপেক্ষতার এবং সম্মত কারিগরী মান অনুযায়ী সকল তথ্যের ট্রাফিক/চলাচল সমভাবে গুরুত্ব পাবে, এই বিবেচনায় ইন্টারনেট হল উন্মুক্ত বৈশ্বিক সম্পদ।বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর এপস যেহেতু বের হচ্ছে সেহেতু শব্দভান্ডারের সাথে নিত্যদিনের ব্যবহৃত ভাষার ব্যবহারকেও ম্যাপিং করা গুরুত্বপূর্ন।

১৩.৩ প্রযুক্তিকে যথাযথ হওয়া প্রয়োজন এবং তথ্য-প্রযুক্তি সব কিছুর সমাধান নয়। অন্যান্য মাধ্যম যেমন,বই, সংবাদপত্র, টেলিভিশন,রেডিও এবং মুখোমুখী যোগাযোগ এখনো জ্ঞান-কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

অভিষ্ট ১৪: শিল্প-সংস্কৃতি জ্ঞান-সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে

১৪.১ শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে সাহিত্য যেমন: উপন্যাস, নাটক এবং কবিতা, শিল্পকলার মধ্যে, যেমন: নাচ, সঙ্গীত এবং থিয়েটার, এবং চিত্র-শিল্পের মধ্যে, যেমন: স্থাপত্য, সিরামিক, অঙ্কন, পেইন্টিং, ফটোগ্রাফি এবং ভাস্কর্য অন্তর্ভুক্ত। এসবের মূল্য অপরিসীম, তা সেই প্রাগৈতিহাসিক গুহার চিত্রশিল্প বা হিপ-হপ সঙ্গীত, যা আমাদের অন্তরের জীবন আর আবেগীয় অভিজ্ঞতাকে সম্মৃদ্ধ করে।

১৪.২ শিল্প-সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যের বাইরেও উন্নয়নে এগুলোর এক অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। যেকোন প্রেক্ষাপটে ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রহনমূলক ভিডিও বা গল্পবলা যোগাযোগকে কার্যকর করতে পারে।সাহিত্য-কর্মেরও অনুরূপ সুযোগ রয়েছে। যেমন: চিনুয়া আচেবের রচিত 'থিংস ফল এপার্ট' ইতিহাস বইয়ের বাইরে উপননিবেশবাদকে বুঝতে সাহায্য করে। কিংবা, মনিকা আলীর রচিত 'ব্রিকলেন' থেকে বিশ্বায়ন এবং অভিবাসনের প্রভাব গভীরভাবে অনুধাবন করা যায়।

১৪.৩ সংস্কৃতি মূলত: মানবজাতির সৃষ্টিশীলতা, গভীর চিন্তা, সহমর্মিতা, বিশ্বাস, ঝুঁকি নেয়ার আগ্রহ আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার আধার।ধর্মীয় ও আধ্যাত্বিকতার প্রকাশ সমবেদনা ও অন্যকে বুঝতে সহায়তা করে। এর সব কিছুই জ্ঞানভিত্তিক-সমাজের গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য।

১৪.৪ সকল ধরনের সহযোগিতার মূলে রয়েছে অন্তর্ভুক্তি, পারস্পরিক সংযোগ, উন্মুক্ততা, সততা, সহমর্মিতা এবং শ্রদ্ধাবোধের মত ধারণাগুলো, যা বস্তুবাদী বিশ্বের উচ্চতম

গুনাবলী অর্জনে এবং উন্নয়নের জন্য জ্ঞানের সৃজনে ও আদান-প্রদানে পথরেখার ভূমিকা পালন করে।

১৪.৫ সকল সমাজেরই তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক নিদর্শন ও শিল্পে অভিগম্যতা থাকতে হবে, এর ফলে তাদের আস্থা এবং অন্যের সাথে যোগাযোগের সক্ষমতা তৈরী হবে।

সমাপ্ত//